দৈনিক সংবাদ

258

তারিখ ... ... MAY 30 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

কাপাসিয়ার সেই দুটি কেন্দ্রে এবারে ভিন্ন চিত্র-

মাহবুব মতিন, কাপাসিয়া (গাজিপুর) থেকে ফিরে ঃ এ এক বিরল দৃশ্য। পরীক্ষা কেন্দ্রের দুশ গজের মধ্যে কোন বহিরাগতের চিহ্ন নেই। পরীক্ষা হলের ভেতরে পরীক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে পরীক্ষা দিচ্ছে। আশপাশে তাকানো নেই, পারস্পরিক ফিসফিসও নেই। আর পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে হই হট্টগোলও নেই। কেন্দ্রের দুশ গজের বাইরে অভিভাবকরা পরীক্ষা শেষের অপেক্ষায়।

গাজিপুরের কাপাসিয়া থানার দুটি পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা গেছে। গতকাল শনিবার এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষায় যেখানে বিভিন্ন স্থানে গণনকল হয়েছে, সেখানে এই কেন্দ্র দুটিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে।

এলাকাবাসী জানান, গত এসএসসি পরীক্ষায় কাপাসিয়া পাইলট স্কুলে গণনকলের সচিত্র প্রতিবেদন 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হওয়ায় এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের চারপাশে কোন সীমানা দেয়াল নেই। প্রায় ১৫ একর

কাপাসিয়া ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

কাপাসিয়া ঃ ভিন্ন চিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আয়তনের এই কলেজের একদিকে রয়েছে কাঁচা রাস্তা, আর বাকি তিন দিকে কয়েকটি বাড়ি। চারপাশে কড়া নিরাপত্তা রক্ষাব্যূহ তৈরি করা হয়েছে। কাঁচা বাঁশের সীমানা টেনে চারপাশে ৭/৮ জন পুলিশের প্রহরা বসানো হয়েছে।

কেন্দ্রের দুশ গজের বাইরে অভিভাবকদের ভিড়। নকল সরবরাহের জন্য কেউ কেউ অপেক্ষমাণ। কিন্তু নকল পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে পারছে না।

আড়াইল গ্রামের মজিবুন নেসার ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু ছেলে ভাল প্রস্তুতি না নেয়ায় তিনি নিজেই গাইড বই নিয়ে পরীক্ষার হলে হাজির। কিন্তু ছেলেকে কিছুতেই সাহায্য করতে পারছেন না পরীক্ষার হলে কড়াকড়ির কারণে। মজিবুন নেসা বললেন, এতো কড়াকড়ির পরীক্ষা হবে আগে বুঝতে পারেননি।

কলেজের পাশেই জনৈক মেজবাহর বাড়িতে দু তিনটি গ্রুপে বেশ কয়েকজন বহিরাগত ছোট ছোট কাগজে রচনা 'ইলেক্ট্রিসিটি' বা 'উইন্টার ইন বাংলাদেশ' অথবা প্যারাগ্রাফ 'রোড এক্সিডেন্ট'-এর কপি তৈরি করে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে পারেনি। এক অভিভাবক আলম জানান, কপি করেছিলাম কিন্তু পৌঁছাতে পারিনি। ঢাকা মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী স্নিগ্ধাও তার পরীক্ষার্থীর হাতে নকল পৌঁছাতে পারেনি।

অবশ্য কয়েকজন বহিরাগত জানায়, ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর বাবুল, বেলায়েত তাদের পরীক্ষার্থীদের কাছে নকল পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। এ প্রসঙ্গে ছাত্রনেতা কনক ও সেলিম 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে বলেন, পলিটিক্যালি ছাত্রনেতাদের হেয় করার জন্য একথা ছড়ানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীর কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি এবং বেলায়েত জিএস। কনক সাবেক জিএস এবং সেলিম সাবেক ভিপি।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুল হক 'সংবাদ'কে বলেন, এ কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে। কেন্দ্রে পরিদর্শকরা এতটাই তৎপর যে, ছাত্ররা যতই চাতুর্যের সাথে নকল করতে চেষ্টা করুক না পরিদর্শকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

এ কেন্দ্রে ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় ৫ জনকে এবং গতকালের পরীক্ষায় ৪ জনকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের ৫শ ৯৩ জন এবং তারাগঞ্জ কলেজের ৮৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে।

কাপাসিয়া সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে শরীফ মোমতাজউদ্দিন আহমেদ কলেজ কেন্দ্র। টোক ইউনিয়নে অবস্থিত এ কেন্দ্রেও একই দৃশ্য দেখা গেছে। প্রায় ৪ একর জমিতে অবস্থিত এ কলেজেরও কোন সীমানা প্রাচীর নেই। তবে কলেজের উত্তরে কিছু অংশে নির্মাণাধীন প্রাচীর রয়েছে। প্রায় অরক্ষিত এ কেন্দ্রের চারপাশে কয়েকটি লাল নিশান টাঙ্গানো হয়েছে আর প্রহরায় বসানো হয়েছে ১ হাবিলদার ও ৪ কনস্টেবলকে। কেন্দ্রের দুশ গজের বাইরে অপেক্ষমাণ প্রায় ৩শ অভিভাবক। অথচ নকল সরবরাহ নিয়ে তাদের কোন হই-হল্লা নেই। যদিও কলেজের পশ্চিমে আবুলের বাড়িতে কয়েকজনকে নকল সরবরাহের প্রচেষ্টা চালাতে দেখা গেছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশি কড়াকড়ির কারণে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এ কেন্দ্রে এ কলেজের ২শ ২০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। নকলের দায়ে এ কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ১ জন এবং গতকাল ২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস 'সংবাদ'কে বলেন, কলেজের মান রক্ষার্থেই কেন্দ্রটিকে নকলমুক্ত কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। '৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজে '৯৫ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়।

মেধাবী ছাত্রী তাসলিমা বলে, কেন্দ্রে নকল না হওয়ায় খুবই ভাল পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে।